[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সমুদ্রেও অপ্রতিরোধ্য, ভারতের হাতে এখন সাবমেরিন বিধ্বংসী রণতরী

‘ব্লু ওয়াটার নেভি’ অর্থাৎ খোলা সমুদ্রে অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে উঠেছে ভারত। এবার দেশটির সামরিক শক্তি আরও বাড়িয়ে নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক সাবমেরিন বিধ্বংসী রণতরী আইএনএস কাভারাত্তি। খবর সংবাদ প্রতিনিদের।

বুধবার, স্টেলথ করভেটটির নৌসেনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশাখাপট্টনমের নেভাল ডকয়ার্ডে একটি অনুষ্ঠান হয়। সেখানে আইএনএস কাভারাত্তির আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি করেন স্থলসেনা প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে। এই মর্মে এক বিবৃতিতে নৌসেনা জানিয়েছে, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই যুদ্ধজাহাজ।

উল্লেখ্য, ভারতের অভিযোগ জলদস্যু দমনের নামে প্রায়ই ভারত মহাসাগরে ঢু মারছে চীনা রণতরী। লাদাখে কমিউনিস্ট দেশটির আগ্রাসন সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোনওভাবেই সম্প্রসারণবাদী নীতি থেকে পিছু হটবে না বেইজিং। তাই সাগরেও সাগরেও টেক্কা দিতে তৈরি হচ্ছে ভারতয়ি নৌসেনা।

চীনে ৬০ হাজার রোগীকে করোনার টিকা, নেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া!

প্রায় ৬০ হাজার মানুষের ওপর করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) পরীক্ষামূলক টিকা প্রয়োগ করেছে চীন। তাদের কারো মধ্যেই কোনো বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। মঙ্গলবার দেশটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তিয়ান বাওগো এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটা দাবি করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক ফলাফলে দেখা

গেছে, যাদের টিকা দেয়া হয়েছে, তাদের সবাই নিরাপদ আছেন। এ খবর দিয়েছে চীনা সংবাদমাধ্যম সিজিটিএন।

গত শুক্রবার চীনের ইউয়ু শহরের স্থানীয় সরকার জানিয়েছিল, জরুরি প্রয়োজনে বাসিন্দাদের পরীক্ষামূলক টিকা ব্যবহার করতে দেয়া হবে। এ ঘোষণার পর থেকে শহরটিতে এমন টিকার চাহিদা বেড়েছে। এক পর্যায়ে রবিবার থেকে করোনা টিকা বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে শহর কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিনোফার্মের সম্ভাব্য দুটি করোনা টিকা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের শেষ ধাপে রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ইতিমধ্যে কয়েক লাখ মানুষের ওপর টিকাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়া, অপর একটি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাক জানিয়েছে, বেইজিংয়ে ১০ হাজার মানুষকে তাদের সম্ভাব্য টিকাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।
চীনের কোভিড-১৯ টিকা তৈরি টাস্কফোর্সের প্রধান ঝেং ঝংওয়েই মঙ্গলবার জানান, চলতি বছরের মধ্যে ৬১ কোটি ডোজ করোনা টিকা উৎপাদনের প্রত্যাশা করছেন তারা।

প্রসঙ্গত, চীনের কোনো টিকাই এখনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সবগুলো ধাপ সম্পন্ন করেনি। এর আগেই এই টিকা প্রয়োগের তথ্য জানাচ্ছে দেশটি। বর্তমানে দেশটির চারটি সম্ভাব্য করোনা টিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পুরোপুরি সম্পন্ন না করা টিকাগুলো প্রয়োগ করা হলে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

ব্যর্থ হল যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও: নাগরনো-কারাবাখে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আজারবাইজান জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত নাগরনো-কারাবাখের ১৬টি এলাকা তাদের সেনা দখল করতে পেরেছে। আর্মেনিয়া অবশ্য আজারি সেনার এই দাবি মানতে রাজি হয়নি।

যুদ্ধবিরতি মেনে চলুন, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার প্রতি নতুন যুদ্ধবিরতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ প্রধান এন্তোনিও গুতেরেস। একই সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নাগরনো-কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে যুদ্ধে বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছেন।

শনিবার আজারবাইজানের দ্বিতীয় নগরী গাঞ্জার আবাসিক এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শিশুসহ ১৩ জন প্রাণ হারানোর প্রসঙ্গে গুতেরেস এ নিন্দা জানান।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া অস্ত্র বিরতির বিষয়ে সম্মত হলেও রবিবার উভয় দেশ একে অন্যের বিরুদ্ধে তা না মানার অভিযোগ তোলে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারেক এক বিবৃতিতে বলেন, গাঞ্জা শহরের হামলায় শিশুসহ যে সকল বেসামরিক লোক মারা গেছে তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মহাসচিব ১৮ অক্টোবর শুরু হওয়া অস্ত্রবিরতি উভয় পক্ষকে মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি অবিলম্বে বাস্তবসম্মত আলোচনা পুনরায় শুরু করারও আহ্বান জানান।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কারাবাখ-নাগরনোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ১৯৯০ সালের পর থেকেই থেকে থেকে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। এসব সংঘর্ষ সহিংসতায় ৩০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে।

এদিকে গত তিন সপ্তাহ আগে পুনরায় সহিংসতা শুরু হলে সাত শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

ভারতের গ্রামে ৭৫ শতাংশ মানুষের পুষ্টিকর খাবার জোটে না

ভারতের গ্রামাঞ্চলের ৭৫ শতাংশ মানুষের ভাগ্যে পুষ্টিকর খাবার জোটে না। সম্প্রতি ‘ফুড পলিসি’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ভারতে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রতি চার জনের মধ্যে তিন জনেরই পুষ্টিকর খাবার জোটে না।

শুধু তাই নয়, গ্রামের মানুষ যদি তাদের আয়ের পুরোটাই খাবারের জন্য খরচ করেন, তা হলেও প্রতি তিন জনের মধ্যে দুজন সবচেয়ে সস্তার পুষ্টিকর খাবার কিনতে পারে না।

৬ বছরের শাসনে ভারতের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা কতটা বেড়েছে, তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে তথ্য-পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, গত ৬ বছরে এই ক্ষেত্রে দেশটি ক্রমশই পিছিয়েছে।

দেশটির গ্রামীণ জনসংখ্যা পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে কি না, তা নিয়ে কেন্দ্রের আর্থিক সমীক্ষাগুলো তৈরি করা হয় যে সব মানদণ্ডের ভিত্তিতে, ‘ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট’-এর (আইএফপিআরআই) এই গবেষণা তার ব্যাপ্তি বাড়িয়ে আরও বেশি মানুষকে সমীক্ষার আওতায় এনেছে।

গবেষণায় শিল্পশ্রমিকদের পাশাপাশি অদক্ষ কর্মী, শ্রমিকদের গড় দৈনিক বা মাসিক আয়ের মানদণ্ডটিও ব্যবহার করা হয়েছে। পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে ধরা হয়েছে ডেয়ারিজাত দ্রব্য, ফল, টাটকা আনাজ ও শাকসবজিকে।

এদিকে, সদ্য প্রকাশিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের তালিকায় ভারত বাংলাদেশ

ও পাকিস্তানের চেয়েও পিছিয়ে রয়েছে। এমনকি শ্রীলংকা, নেপালেরও পেছনে রয়েছে ভারত।

সূত্র: আনন্দবাজার।

বাড়ছে উত্তেজনা, ‘এস-৪০০’ ব্যবস্থা নিয়ে তুরস্ককে হুমকি পেন্টাগনের

আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তুরস্ক-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক। তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা চালু করলে আঙ্কারা-ওয়াশিংটন সম্পর্ক হুমকির মুখে পড়বে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হুঁশিয়ারির পর এবার পেন্টাগনও আঙ্কারাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, এস-৪০০ চালু করার অর্থ আমেরিকার সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক শক্তিশালী করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

পেন্টাগন বলেছে, কোনো কোনো সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, তুরস্ক এরইমধ্যে এস-৪০০-এর পরীক্ষা চালিয়েছে। যদি এই খবর সত্যি হয়ে থাকে তাহলে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

সম্প্রতি তুর্কি গণমাধ্যম খবর দেয়, দেশটি রাশিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করার এস-৪০০ ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য শিগগিরই এটির পরীক্ষা চালাবে। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর গত ৭ অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হুমকি দিয়ে বলেছিল, তুরস্ক এ কাজ করলে দেশটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

উল্লেখ্য, তুরস্ক হচ্ছে ন্যাটো জোটভুক্ত প্রথম দেশ যে কিনা রাশিয়ার কাছ থেকে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ সংগ্রহ করেছে। ২০১৭ সালে এ ধরনের চারটি ব্যবস্থা সংগ্রহের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে ৫২০ কোটি ডলারের চুক্তি করে তুরস্ক। ২০১৯ সলের জুলাই মাসে এ ব্যবস্থা আঙ্কারাকে সরবরাহ শুরু করে মস্কো যে

ফের এমবাপের গোলে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্সের জয়

যেন আবারও দেখা মিলল ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালের সেই ম্যাচ। বিশ্বসেরা ওই মঞ্চে দুর্দান্ত ক্রোয়েশিয়াকে হারায় ফ্রান্স। বিশ্বকাপের ফাইনালের সেই ম্যাচের মতই এবারের লড়াইয়েও গোলের দেখা পেলেন কিলিয়ান এমবাপে।

জাগরেভে বুধবার রাতে অনুষ্ঠিত উয়েফা নেশন্স লিগে ‘এ’ লিগের গ্রুপ ৩ এর ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে ২-১ ব্যবধানে হারায় ফ্রান্স। ম্যাচের শুরুতেই অতোঁয়ান গ্রিজমানের গোলে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে স্বাগতিক দল সমতা ফিরিয়ে বসলে শেষ দিকে অতিথিদের জয়সূচক গোলটি এনে দেন এমবাপে।

নিজেদের মাঠে ক্রোয়েশিয়া বল দখলে আধিপত্য দেখালে গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি দলটি। বরং তাদের রক্ষণভাগের দুর্বলতার সুযোগে খেলার অষ্টম মিনিটে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। এমবাপের ফ্রি-কিকে সূত্রে বল পেয়ে ডি-বক্সের মাঝামাঝি থেকে গোলটি করেন গ্রিজমান।
এই গোলেই এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ফ্রান্স। ম্যাচের ৬২তম মিনিটে সমতা ফেরায় ক্রোয়েশিয়া। সতীর্থ জোসিপ ব্রেকালোর পাসে ডান পায়ের শটে গোলটি করেন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার নিকোলা ভ্লাসিচ।

১-১ সমতায় এগিয়ে যাওয়া ম্যাচে ৭৯ তম মিনিটে পার্থক্য গড়ে দেন এমবাপে। লুকাস দিনিয়ের পাসে ডি-বক্সের মাঝ থেকে ডান পায়ের শটে গোলটি করেন তারকা এই ফরোয়ার্ড।

এই জয়ে চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয়স্থানে আছে ফ্রান্স। একই সংখ্যক ম্যাচ খেলে সমান পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে

এগিয়ে থাকায় শীর্ষে আছে দিনের অপর ম্যাচে সুইডেনকে ৩-০ গোলে হারানো পর্তুগাল।

রাশিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় ফ্রান্স। গত মাসে নেশন্স লিগের ম্যাচেও প্রতিপক্ষটিতে একই ব্যবধানে হারিয়েছিল তারা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘গভীর সমুদ্রে হুমকি প্রতিহত করতে প্রস্তুত ইরান’

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসির নৌ শাখার ডেপুটি কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল হামজা আলী কাভিয়ানি বলেছেন, পারস্য উপসাগরের উত্তর অঞ্চল থেকে ভারত মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলের গভীর সমুদ্র পর্যন্ত শত্রুর যেকোনও হুমকি প্রতিহত করতে তার বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর আব্বাসে ৬৯তম নৌবহরের কয়টি জাহাজ আগমন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে কমান্ডার কাভিয়ানি এই বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, “আমরা শত্রুদেরকে বলছি যে, আমাদের পানিসীমা এবং আমাদের স্বার্থ লঙ্ঘিত হলে আমরা জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।”

তিনি আরও বলেন, “কোনও দেশের ওপর নির্ভরতা ছাড়াই ইরানের নৌবাহিনী গভীর সমুদ্রে ইরানের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম এবং তারা এই লক্ষ্য নিয়ে গভীর সমুদ্রে তাদের শক্তিশালী অবস্থান অব্যাহত রাখবে।”

৭০ দিনের অভিযান শেষে ইরানের সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ডেস্ট্রয়ার শাহান্দ বন্দর আব্বাসে ফিরে আসে। কমান্ডার কাভিয়ানি আরও বলেন, যারা দাবি করেছিল যে, ইরান ডেস্ট্রয়ার তৈরি করতে সক্ষম নয় শাহান্দের এই অভিযান এবং সফলভাবে বন্দর আব্বাসে ফিরে আসা

তাদের সেই দাবির চরম জবাব।

২০১৮ সালে ইরান অত্যাধুনিক এই ডেস্ট্রয়ার উদ্বোধন করে। এতে রয়েছে স্টিলথ প্রযুক্তি যার কারণে শাহান্দ শত্রুর রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম। এ জাহাজ দ্বিতীয়বার জ্বালানি গ্রহণ ছাড়াই একটানা পাঁচমাস সমুদ্রে অবস্থান করতে পারে।

তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রির পরিকল্পনা, আবারও চীন-মার্কিন উত্তেজনার আশঙ্কা

আমেরিকা পরিকল্পনা করেছে তাইওয়ানের কাছে তিন ধরনের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র বিক্রি করার। আর সেই পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে চীন ক্ষুব্ধ হবে তা বলাই বাহুল্য। এই নিয়ে বিশ্বের দুই বড় শক্তির মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর আল-জাজিরা, রয়টার্স, নিউজ উইক ও ডিফেন্স নিউজের।

গত মাসেই বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন তাইওয়ানের কাছে সমরাস্ত্রের সাতটি বড় ধরনের প্যাকেজ বিক্রি করার চেষ্টা করছে। এইসব প্যাকেজে রয়েছে আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা হবে চীনের এই স্বশাসিত দ্বীপের কাছে বৃহত্তম সমরাস্ত্র বিক্রির ঘটনা।

এই সমরাস্ত্র বিক্রির বিষয় অনুমোদন নেওয়ার জন্য সোমবার হোয়াইট হাউস কংগ্রেসের কাছে একটি অনানুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন পাঠিয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। তাতে পরিকল্পিত ওই সাত অস্ত্রের তিনটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

অস্ত্রগুলো হচ্ছে- বিমান থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, এফ-১৬ জঙ্গিবিমানের এক্সটার্নাল সেন্সর পড এবং